শৈলকুপায় আ. লীগ নেতার দেওয়া হয়রানিমুলক মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ভুয়া কাগজ দিয়ে খাস জমি রেকর্ড করে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলার উত্তর মির্জাপুর বাজারে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রামবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ভুক্তভোগী ১০ টি পরিবারসহ এলাকাবাসী অংশ নেয়।

সেসময় বক্তব্য রাখেন ভুক্তভোগী, এতেম আলী, লাখি খাতুন, মীর শওকত আলী, নওশের আলী, আলমাস জোয়ার্দ্দার, নাজমুল হাসান সুজনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, ভরাট হওয়া ডাকুয়া নদীর ৩ টি দাগে ৩ একর ৫৩ শতক জমি ওই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আমিরুল ইসলাম বাবলু জোয়ার্দ্দার ভুয়া কাগজ দেখিয়ে রেকর্ড করে নেয়।

সরকার মামলা করলে ২০০৭ সালে আদালত সরকারের পক্ষে রায়ও দেয়। কিন্তু প্রতারক বাবলু জোয়ার্দ্দার সেই জমি এখনও নিজের দাবী করে জমিতে থাকা গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। বক্তারা মামলা প্রত্যাহার ও জালিয়াত বাবলু জোয়ার্দ্দার’র বিচারের দাবী জানান।

মুজিবনগরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক র্যালি ও

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর বাকের আলীসহ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক এবং সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের মানববন্ধন

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বকীয়তা রক্ষা এবং গ্রাহকদের আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন করেছেন ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকরা।

মঙ্গলবার সকালে শহরের শের-ই-বাংলা সড়কে ইসলামী ব্যাংকের সামনে ‘সচেতন গ্রাহক’ ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নারী- পুরুষসহ পাঁচ শতাধিক গ্রাহক ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বকীয়তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে ব্যাংকটির প্রতি গ্রাহকদের আস্থা কমে যাওয়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি এবং লাখো গ্রাহকের আমানত ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

বক্তারা আরও বলেন, দেশের বিপুলসংখ্যক প্রবাসী ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকেন। চলমান পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান না হলে প্রবাসীরা এ ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ পাঠানো কমিয়ে দিতে পারেন। এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম, ঝিনাইদহ

জেলা শাখার আহ্বায়ক সালফী আব্দুর রহমান, সদস্য সচিব আব্দুল মোমেন, জিয়াউল ইসলাম খান, মাহাবুবুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান, আলতাফ হোসেন, নূরজাহান সাত্তার, ইয়াসমিন আরা, রিজিয়া বেগম এবং ফরিদা ইয়াসমিন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাহাবুবুর রহমান। মানববন্ধন থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বকীয়তা রক্ষা এবং গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

আলমডাঙ্গায় রামিসা ধর্ষণ ও হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সাহিত্য ও রাষ্ট্র পরিষদের উদ্যোগে রোববার আলমডাঙ্গা প্রধান সড়কে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা দেশজুড়ে শিশু নির্যাতন ও সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানান এবং রামিসা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

বাংলাদেশ সাহিত্য ও রাষ্ট্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, চলচ্চিত্র পরিচালক ও রাষ্ট্রচিন্তক জন আলফের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, মহিউদ্দিন, সাবেক পৌর কাউন্সিলর নাসির উদ্দিন, সাবেক মেম্বার সিতাব আলী, হাসান জামান, পরিষদের সহ-সভাপতি ফাহমিদুল ইসলাম মুন, ছাত্রনেতা সুইট ইউসুফ, সাবেক ছাত্রনেতা ও ব্যবসায়ী সরোয়ারউদ্দীনসহ অনেকে।

কর্মসূচিতে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, সামাজিক ও

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অংশ নিয়ে সংহতি প্রকাশ করেন।

ঝিনাইদহে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর গ্রাহকরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।

রোববার (২৪ মে) সকালে শহরের শের-এ বাংলা সড়কে ইসলামী ব্যাংক শাখার সামনে ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরাম-এর ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে ব্যাংকের দুই শতাধিক গ্রাহক অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ইসলামী ব্যাংক সচেতন গ্রাহক ফোরামের নেতা ড. মোস্তাফিজুর রহমান মানিক, আব্দুল কুদ্দুস, জিয়াউল ইসলাম খান, হাদী মোহাম্মদ, আব্দুর রহমান সালাফী, সদস্য সচিব মো. আব্দুল মোমেন, সবুর আহম্মেদসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন হস্তক্ষেপে দেশের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে ইসলামী ব্যাংকের স্বকীয়তা ও কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে শুধু ব্যাংকটির স্বাভাবিক কার্যক্রমই ব্যাহত হচ্ছে না, দেশের অর্থনীতি ও লাখো গ্রাহকের আমানতের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

এ সময় বক্তারা আরও বলেন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওমর ফারুককে সাময়িক ছুটিতে পাঠিয়ে তাকে স্থায়ীভাবে ব্যাংক থেকে সরিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। তারা এ ধরনের উদ্যোগে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে ওমর ফারুককে তার দায়িত্বে পুনর্বহালের দাবি জানান।

পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখা,

গ্রাহকদের আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রমে সকল ধরনের হস্তক্ষেপ বন্ধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

আলমডাঙ্গায় শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

আলমডাঙ্গায় শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় ধর্ষকের দ্রুত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ও বিচারহীনতার অবসানের দাবি জানানো হয়।

সারাদেশকে নাড়িয়ে দেওয়া শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে আলমডাঙ্গা হাইরোডে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ধর্ষণ ও নারী-শিশু নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। অপরাধীরা বারবার পার পেয়ে যাওয়ায় সমাজে ধর্ষকদের দুঃসাহস বেড়ে যাচ্ছে। শিশু রামিসার নির্মম হত্যাকাণ্ড শুধু একটি পরিবারকে নয়, পুরো জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

বক্তারা অবিলম্বে জড়িত ধর্ষক ও হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দাবি জানান। পাশাপাশি আলমডাঙ্গায় সংঘটিত ধর্ষণচেষ্টার ঘটনারও দ্রুত বিচার দাবি করা হয়।

বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “আগের ঘটনাগুলোর দৃষ্টান্তমূলক বিচার হলে আজ আর নতুন করে কোনো রামিসাকে জীবন দিতে হতো না। বিচারহীনতার সংস্কৃতিই অপরাধীদের বেপরোয়া করে তুলেছে। এই ন্যাক্কারজনক অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।”

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন শাখার উপদেষ্টা আলহাজ্ব ডা. লিয়াকত আলী, উপদেষ্টা হাফিজুর রহমান, শাখার সভাপতি আল আমিন হোসেন পরশ,

নির্বাহী সভাপতি শরাফত রাসেল, সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিব হাসান রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মাহফুজ, সহ-প্রচার সম্পাদক গোলাম রাব্বি, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক হুমায়ন কবির, দপ্তর সম্পাদক জাহিদ, সহ-দপ্তর সম্পাদক জাহিদ হাসানসহ মানবাধিকার কর্মী চঞ্চল, শামীম রেজা, সুলতানুল আরেফিন, পপি, শুরভী শরিফা ও আবু জাফর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার সম্ভাব্য মেয়র পদপ্রার্থী ও নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সম্ভাব্য মেয়র পদপ্রার্থী ও সমাজসেবক হাসিবুল হক লিপু এবং কবি কহন কুদ্দুস।

মানববন্ধনে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ধর্ষকদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মানবতার শত্রু এসব অপরাধীর দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত না হলে সমাজ আরও ভয়াবহ অন্ধকারের দিকে ধাবিত হবে।

রামিসা হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও সমাবেশ

রামিসা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ (ভিবিডি) মেহেরপুর জেলা শাখা ও ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ)।

মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সবার নৈতিক দায়িত্ব। শিশু নির্যাতন ও হত্যার মতো ঘটনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তারা রামিসা হত্যার সঙ্গে জড়িতদের

দ্রুত আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, এ ধরনের নৃশংস ঘটনা প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনকে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজুর রহমান, জেলা ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্সের (এনসিটিএফ) সভাপতি সাব্বির হোসেন, সদস্য শাহিদুর রহমান আকাশ, আয়েশা সিদ্দিকা, মোবারক হোসাইন, মোস্তফা জাবাল, ফ্লোরা, প্রত্যাশা, অনন্যা, মায়াসহ আরও অনেকে।

চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের দাবিতে দামুড়হুদায় শিক্ষকদের মানববন্ধন

দামুড়হুদায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ প্রকল্পের শিক্ষক-কর্মচারী, কেয়ারটেকারসহ সংশ্লিষ্ট জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর এবং সরকারি গ্রেডে বেতন-ভাতা প্রদানের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুপস্থিতিতে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহিন আলম।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ১৯৯৩ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম

খালেদা জিয়ার উদ্যোগে শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক এ প্রকল্প চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের শিক্ষা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে সফলভাবে সাতটি পর্যায় সম্পন্ন করে প্রকল্পটি বর্তমানে অষ্টম পর্যায়ে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে এ প্রকল্পে ৭১ হাজার ৯৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে অত্যন্ত স্বল্প ভাতা এবং চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেও তারা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তারা শুধু পাঠদানই করেন না, বরং সরকারি তহবিলে যাকাত প্রদানে উৎসাহিতকরণ, মাদক, বাল্যবিয়ে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই মাঠপর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছেন। অথচ অবমূল্যায়নের কারণে বর্তমানে তাদের নিজেদের জীবনই চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে।

প্রকল্পটি দ্রুত রাজস্ব খাতে স্থানান্তর, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট জনবলকে সরকারি গ্রেড অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদান এবং চাকরি স্থায়ী করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মউশিক শিক্ষক কল্যাণ পরিষদের দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় ফারিয়ার উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন

আলমডাঙ্গায় বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশন (ফারিয়া) এর উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের “দালাল” বলে আখ্যায়িত করা এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে হয়রানির প্রতিবাদে সোমবার সকাল ৯টার দিকে আলমডাঙ্গার আলিফ উদ্দিন রোড মোড়ে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সারা দেশের ন্যায় আলমডাঙ্গাতেও বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা বলেন, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা সমাজের শিক্ষিত ও পেশাদার শ্রেণির অংশ। তারা চিকিৎসকদের নতুন ওষুধ ও চিকিৎসা- সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে চিকিৎসা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

তারা আরও বলেন, “আমরা সমাজের দালাল নই। কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রির নিচে কোনো ব্যক্তি এ পেশায় চাকরির সুযোগ পান না। কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি অন্য কোনো পেশাজীবীকে অবমাননাকরভাবে দালাল বলতে পারেন না।”

বক্তারা অভিযোগ করেন, চিকিৎসাসেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের হয়রানি ও অপমানজনক আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। করোনাকালেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা দায়িত্ব পালন করেছেন বলেও উল্লেখ করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ফারিয়া আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি হাফিজুর রহমান চমক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম হোসেন, ম্যানেজার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবুল কাশেমসহ বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিবৃন্দ।

দর্শনায় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর মহাসড়কের দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে দর্শনা থানা ফারিয়ার সভাপতি মোঃ নেছার আহম্মেদ শাহীনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানা ফারিয়ার সহ-সভাপতি মাহাবুব আলম, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ফারিয়ার সহ-সাধারণ সম্পাদক ফাউজুল আজীম সানজা, সহ-সাধারণ সম্পাদক রয়েল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাহিদ ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মনজুরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আলমগীর হোসেন, প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান রতন, ক্রীড়া সম্পাদক মাহাবুর রহমান এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

এসময় দর্শনা থানা ফারিয়ার আরও অনেক ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানা ধরনের ঝুঁকি ও অনিরাপদ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত এবং পেশার মর্যাদা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তারা।